একজন সাধারণ জনক ও দেশপ্রেমিকের মুখ

অজয় দাশগুপ্ত

তেমন উলেখযোগ্য কেউ ছিলেন না তিনি, নিতান্ত আটপৌরে সাদামাটা জীবনের মানুষ। কঠোর পরিশ্রম আর সততাকে অবলম্বন করে জীবন পাড়ি দিয়েছেন। জন্মসূত্রে দাঙ্গাবিক্ষুব্ধ ফেনীর সচ্ছল হিন্দু পরিবারের সন্তান ছিলেন বটে। অবিভক্ত ভারতের আসাম, শিলিগুড়ি, শিলং কলকাতা বহু জায়গাতেই ঘুরে বেড়িয়েছেন, মূলত চাকরি সূত্রে। মনেপ্রাণে ব্যাংকার ছিলেন। বদলির চাকরি হওয়ার পরও একই শাখায় ২৫ বছর কাটানোর দীর্ঘ অভিজ্ঞতাই বলে দেয় কতোটা অপরিহার্য করে তুলেছিলেন নিজেকে। মধ্যবিত্ত সাধারণ মানুষ বলে রাজনীতিতে জড়ানো পছন্দের ছিল না, কিন্তু আগাগোড়াই বঙ্গবন্ধু মুজিবের কট্টর অনুসারী। যে দাঙ্গায় মহাত্মা গান্ধীকে স্বয়ং নোয়াখালী আসতে হয়েছিল তার পরবর্তী পর্যায়ে ঘনিষ্ঠ ভাই, বোন পক্ষের আত্মীয়স্বজন সবাই ভারতে চলে গেলেও তিনি যাননি। চট্টগ্রামে বসতি স্থাপনের সিদ্ধান্ত এবং পরবর্তী জীবন সেখানে কাটিয়ে দেশপ্রেমের সরল উদাহরণ রেখে গেছেন। এমনকি যুদ্ধবিধ্বস্ত একাত্তরে কলকাতা প্রবাসী হওয়ার পর সেখানে ভালো চাকরিও জুটেছিল। কিন্তু রিফিউজি হওয়ার কোনো বাসনাই ছিল না তাঁর। বিনয়ের সঙ্গে লোভ, তথাকথিত হিন্দু সমাজে বসবাসের নিরাপদ বৃত্তের আহ্বান উপেক্ষা করেই দেশে ফিরে এসেছিলেন। এবং তা ১০ জানুয়ারি। বঙ্গবন্ধু যেদিন দেশে ফিরলেন সেদিন তিনিও যাত্রা করলেন। তাঁর মনে ছিল জাতির জনকের দেশে তাঁকে ছাড়া কেন এবং কিভাবে ফেরা সম্ভব? কাকতালীয়ভাবে ঐ দিনটি আমার জন্মদিন।

১২ বছর বয়সে পূর্ব পাকিস্তানে জন্মগ্রহণের পর যেন আমারও পুনর্জন্ম হলো স্বাধীন বাংলাদেশে। '৭৫-এ বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পর প্রায় অনশনই করেছিলেন তিনি, যা আরো একবার গান্ধীর মৃত্যু দিনে পালন করেছিলেন। সত্যাগ্রহ ও অহিংসবাদে বিশ্বাসী মধ্যবিত্ত বাঙালির পক্ষে আর কি উপায়ে প্রতিবাদ করা সম্ভব ছিল সেদিন! খুব মুষড়ে পড়েছিলেন চার নেতার হত্যাকাণ্ডে, বিশেষত তাজউদ্দীনের প্রয়াণে। তাঁর স্থির বিশ্বাস ছিল বাঙালির স্বাধীনতায় এ দুই নেতার যেমন অবদান তেমনি তাঁরা জাতিকে দেবেন স্বচ্ছতা ও মুক্তি। যাই হোক এই বিষাদেও তিনি কিন্' দেশত্যাগ করেননি। '৯০-এর ২৩ জুন পর্যন্ত আমৃত্যু চট্টগ্রাম তথা বাংলাদেশকে ভালোবেসেই কাটিয়ে গেছেন। আষাঢ়ের এক সন্ধ্যায় তাঁকে যখন অগ্নি গ্রাস করছিল, ধীর ধীরে আগুনের শিখায় নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছিল তাঁর শরীর, তখনো মুখে প্রসন্নতা আর তৃপ্তির ছাপ। এ ছবি আমি এখনো ভুলিনি। আমার পিতা প্রয়াত শশাঙ্ক দাশগুপ্ত আমার একটি বড়ো ক্ষতিও করে গেছেন। সময়ের স্রোতে বাঙালির অন্যতম স্বপ্নভূমি অস্ট্রেলিয়ার অভিবাসন এমনকি নাগরিকত্ব পাওয়ার পরও সে আগুনের উত্তাপ এখনো আমাকে টানে। এখনো মন পড়ে রয় সুদূর চট্টগ্রামে তথা বাংলাদেশে। এটা সম্ভবত আমার দেশপ্রেমী পিতার রক্তেরই উত্তরাধিকার। হাজার হোক একমাত্র পুত্র তো!

গিজগিজে হিন্দু অধ্যুষিত কলকাতার তথাকথিত শান্তির জীবন তাঁকে টানেনি। চট্টগ্রাম তথা বাংলাদেশে ফেরার চিন্ৱাই আচ্ছন্ন করে রাখতো তাঁর হৃদয়। ৫ ডিসেম্বর আতসবাজির ফোয়ারায় উদ্ভাসিত হাওড়ায় তাঁর মুখ দেখে আমার কিশোর মন বুঝে গেছিল, আর খুব একটা দেরি নেই। সেদিন তিনি স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছিলেন স্বাধীন দেশে ফেরাটাই হবে তার ধর্ম। ঐ যে বলছিলাম বঙ্গবন্ধু তথা শেখ মুজিবের প্রতি আনুগত্য, সে কারণেই তিনি জাতির জনকের দেশে ফেরার দিনটিতে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মহান লগ্নে নিজের পুনর্যাত্রার দিন ঠিক করেছিলেন। কী আশ্চর্য! ও অদ্ভুত সামঞ্জস্য। পরাধীন পূর্ব পাকিস্তানে জন্ম হলেও ১০ জানুয়ারি ঠিক জন্মদিনেই স্বাধীন দেশে ফিরেছিলাম। ভদ্রলোকের কল্যাণে, সিদ্ধান্তের দূরদর্শিতায় মুক্ত দেশে উদিত সূর্যের বাংলাদেশে পুনর্জন্ম হয়েছিল আমার। আর কোনো দিনও রিফিউজি

বা স্বদেশ ত্যাগের দুশ্চিন্তায় ম্লান হতে দেখিনি তাঁকে। ’৭৫-এর ১৫ আগস্ট প্রচণ্ড বেদনা আর ক্ষোভে মুহ্যমান হতে দেখেছিলাম। মার কাছ থেকে জেনেছি, যৌবনে গান্ধীর মৃত্যুতে যেমন দানাপানি গ্রহণ করতে অসম্মত হয়ে শেষতক নিরামিষ খেয়েছিলেন, বঙ্গবন্ধু মৃত্যুতেও তারই পুনরাবৃত্তি ঘটিয়েছিলেন এই ভদ্রলোক। নিরীহ, ক্ষমতাহীন, ছাপোষা, সত্যাগ্রহে বিশ্বাসী মধ্যবিত্ত বাঙালির পক্ষে এর বাইরে প্রতিবাদের আর কোনো ভাষা থাকতে পারে? ফলে এটাই ছিল তাঁর প্রতিবাদ। ৩ নভেম্বর তাজউদ্দীনসহ চার নেতার মৃত্যুর পরও মুষড়ে পড়েছিলেন বটে কিন্তু কোথাও চলে যাওয়ার চিন্তাকে প্রশ্রয় দেননি। আমৃত্যু বাংলাদেশ আর চট্টগ্রাম থেকে দেশকে ভালোবাসার তো বটেই পরবর্তী প্রজন্মের জন্যও সাহস জুগিয়েছেন এই ভদ্রলোক।

’৯০-এর ২৩ জুন আষাঢ়ের বর্ষণ ক্লান্ত সন্ধ্যায় অগ্নি যখন তাঁকে গ্রাস করছিল, আগুনের লেলিহান শিখায় পুড়তে পুড়তে ছাই হয়ে যাওয়া শরীর ও মুখ দেখে মনে হচ্ছিল কোনো দমকল বাহিনীর ক্ষমতা নেই এ আগুন রোখে, রুখতে পারে না বৃষ্টির অঝোর ধারাও। ১৭ বছর পরও আমি চোখ বুজলে সে অগ্নি শিখা দেখতে পাই, দেখি বাংলাদেশের এক অতি সাধারণ মানুষের শরীরের পতন অথচ জন্মভূমিতে মৃত্যুর তৃপ্ত ও প্রসন্ন মুখ।

ভদ্রলোক আমার একটি বড়ো ক্ষতি করে গেছেন। কালক্রমে দুর্ভাগ্য পীড়িত স্বদেশ ও হতাশ জনগোষ্ঠীর প্রবল আকাঙ্ক্ষার অন্যতম স্বর্গরাজ্য অস্ট্রেলিয়ায় পাড়ি জমিয়েছি, স্থায়ী ছাড়পত্র এমনকি নাগরিকত্বও মিলেছে। শান্তি, সচ্ছলতা আর ঝামেলাহীন আদর্শ জীবন, তবু মনে পড়ে থাকে সেই পোড়ার মুখো জন্মভূমি, প্রিয়তম শহর চট্টগ্রামে। ভদ্রলোকের রক্তের উত্তরাধিকারই কি এর মূল কারণ? আরেকটা কারণ বোধকরি এই, তাঁকে যেখানে অগ্নি গ্রাস করেছে সে যে আমারও শেষ আশ্রয়। পিতা পুত্রের সম্পর্কতো তাই বলে।

অজয় দাশগুপ্ত : কলাম লেখক।
dasguptaajay@hotmail.com